৮ম পাঠ

যীশু - মানুষের কাছে ঈশ্বরকে প্রকাশ করেছেন

আপনি এই কোর্সের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পাঠটিতে এসে পেঁৗছেছেন। প্রতিটি পাঠেই আমরা ঈশ্বরের সেবায় সঁপে দেওয়া একজন মহান লোকের খবর শোনবার ও তার জীবন পাঠ করার সুযোগ পেয়েছি। এই মহান লোকদের কথা এবং কাজই তাদের সাক্ষ্য বহন করে। আমরা সত্যি সত্যিই ভাববাদীদের কথা শুনেছি।

আমরা ঈশ্বরের স্বরূপ, পাপের প্রকৃতি, বিচারের প্রয়োজন, আমাদের জন্য ঈশ্বরের ভালবাসা ও যত্ন এবং আমাদের রক্ষা করবার জন্য তাঁর পরিকল্পনা সম্বন্ধে সত্য শুনেছি। আমরা শুনেছি যে, ভাববাদীরা সত্যিকার মহান একজনের আগমনের জন্য লোকদের অপেক্ষা করতে বলেছেন। তারা তাকে **মশীহ** নামে পরিচয় দিয়েছেন।

আমরা তো শুনেছি। এখন প্রশ্ন হল, আমরা কি খোলা মন ও খোলা অন্তর দিয়ে শুনেছি? অনেক সময় আমরা শুনি, কিন্তু আমাদের মন অন্য ব্যাপারে এত ব্যস্ত থাকে যে, সত্যিকার ভাবে আমরা শুনি না। ভাববাদীদের খবরগুলি আমাদের নিজেদের জন্য কি বলতে চায়, তা সত্যি সত্যি শুনতে ও বুঝতে সাহায্য করাই, এই কোর্সের প্রধান উদ্দেশ্য। এই পাঠগুলি নিয়ে চিন্তা করা এবং এখানে আমরা যা শিখেছি, সেই মত চলা ও কাজ করা আমাদেরই দায়িত্ব।

পবিত্র বাইবেলের একজন লেখক বলেছেন ঃ আমরা যা শুনেছি, তা পালন করবার দিকে আমাদের আরও মনযোগ দেওয়া উচিৎ, যেন তা থেকে আমরা দূরে সরে না যাই। যা শুনেছি, আমরা যেন তার অবহেলা না করি। অনেকদিন আগে নবীদের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর আমাদের পূর্ব পুরুষদের কাছে নানাভাবে অল্প অল্প করে কথা বলেছিলেন। কিন্তু এখন ঈশ্বর এমন একজনের মধ্য দিয়ে

কথা বলেছেন, যিনি ঈশ্বরের ভালবাসার সত্যিকার প্রকাশ, যিনি সমগ্র মানব জাতির কাছে ঈশ্বরের বাক্য।

ঈশ্বরের এই সত্যিকার আত্ম প্রকাশ, যাঁর বিষয় ভাববাদীরা বলে গেছেন, তিনিই সেই আকাংখিত মশীহ। তিনি যখন নিজের বিষয়ে বলতে শুরু করলেন, তখন তাঁর কথা শুনে, সবাই অবাক্ হয়েছে। তারা বলেছে "উনি ক্ষমতার সাথে কথা বলেন!" যীশু নামে পরিচিত এই ব্যক্তির রহস্য সম্বন্ধে আমরা এই পাঠের আরও শিক্ষা করব। তাঁর কথা, কাজ ও প্রকাশিত সত্যের মাধ্যমে আমরা তাঁকে আমাদের কাছে কথা বলবার সুযোগ দেব।

এই পাঠে আপনি যা পড়বেন—

তাঁর বিষয় ভাববাদীরা বলেছেন।

তিনি ক্ষমতার সাথে কথা বলেন।

তিনিই পথ ও সত্য।

এই পাঠ পড়লে আপনি ঃ—

★ যীশু কোন্ কোন্ পথে ভাববাণী পূর্ণ করেছেন, তা বলতে পারবেন।

★ যীশুর কয়েকটি মূল শিক্ষা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

★ এক নিষ্পাপ বলির প্রয়োজন হয়েছিল কেন, তা বুঝিয়ে বলতে পারবেন।

★ ঈশ্বরের প্রেম পূর্ণ ডাকে সাড়া দিতে পারবেন।

তাঁর বিষয় ভাববাদীরা বলেছেন ঃ

"সদাপ্রভু কহেন ঃ আহা! পর্বতগণের উপরে তাদের চরণ কেমন শোভা পাচ্ছে, যারা মঙ্গলের সুসমাচার প্রচার করে, পরিত্রাণ ঘোষণা করে .....

শোনো, আমার কথা শোনো .....
কর্ণপাত কর, আমার কাছে এসো, আমার কথা শোনো, তাতে তোমাদের প্রাণ সঞ্জীবিত হবে।"

যিশাইয় ভাববাদীর মাধ্যমে ঈশ্বর এই ধরণের যে সব কথা বলেছিলেন, তাতে অনেক আগেই তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, মানব জাতি **সুখবর** লাভ করবে। এই সুখবর কোন বংশ বা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য নয়, কিন্তু তা হবে সমগ্র জগতেরই জন্য। আমরা জেনেছি যে, একজন শিশুর জন্মের মধ্যদিয়ে এই সুখবরের আরম্ভ হবে। আমরা দেখেছি যে ভাববাদীরা এই জন্ম এবং যিনি অন্ধকার জগতে আলো আনবেন তার চরিত্র ও কাজ সম্পর্কে অনেক কিছু বলে গিয়েছিলেন।

একরাতে যিহুদা দেশের বৈৎলেহম নামক গ্রামে যখন কুমারী মরিয়ম এক ছেলের জন্ম দিলেন, তখন এই ভাববাণীগুলিই পূর্ণ হচ্ছিল। স্বর্গীয় আলোয় আকাশ আলোকিত হয়েছিল এবং একজন স্বর্গদূত জন্ম ঘোষণা করে বললেন, "আমি তোমাদের কাছে খুব আনন্দের **সুখবর** এনেছি। এই আনন্দ সব লোকেরই জন্য।

তোমাদের জন্য এক ত্রাণকর্তা জন্মেছেন। তিনি মশীহ।" ঈশ্বর মরিয়মের কাছে প্রকাশ করেছিলেন যে, এই শিশুই সেই **ইম্মানুয়েল** (আমাদের মাঝে ঈশ্বর) যার কথা ভাববাদীরা বলে গেছেন, আর তাঁর নাম হবে যীশু, যার মানে "সদাপ্রভুর পরিত্রাণ।"

আমরা ভাববাদীদের অভিজ্ঞতা এবং কথা থেকে যেমন তাদের সম্বন্ধে জেনেছি, এখন আসুন তাদের কথা দিয়ে আমরা যীশুর বিষয় বিবেচনা করি। তা করতে গিয়ে প্রথমেই যে সত্যটি আমাদের নজরে আসে তা হলো, তাঁর জীবনের প্রায় প্রতিটি ঘটনাই ভাববাণীতে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্য কোন ব্যক্তির সম্বন্ধেই তাঁর মত জন্ম, জীবন বৈশিষ্ট্য এবং কাজ সম্পর্কে এরূপ বিশদ ও নির্ভুল ভাববাণী বলা হয়নি।

মশীহ যীশুর সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট ভাববাণীর উদাহরণ ঃ

তাঁর বংশ-সূত্র। হবাকে বলা ঈশ্বরের নিজের কথা দিয়ে শুরু করে প্রথমে সাধারণভাবে নোহের মাধ্যমে এবং আমরা যেমন দেখেছি, অব্রাহাম ও দায়ূদের মাধ্যমে মশীহ যীশুর বংশ-নমুনা সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল।

তাঁর জন্ম। বৈৎলেহমে একজন কুমারীর গর্ভে তাঁর জন্ম হবে। তাঁর জন্মের সময় অলৌকিক্ চিহ্ন দেখা যাবে।

তাঁর পৃথিবীর জীবন। তাঁর আগমনের আগে মরুভূমিতে একজনের রব হিসাবে এক সংবাদদাতার আগমন হবে। তাঁকে একজন রাজা এবং একজন ভাববাদী বলে গ্রহণ করা হবে। তিনি অলৌকিক্ কাজ করবেন। তিনি পাপশূন্য জীবন যাপন করবেন। তিনি ঈশ্বরের আত্মার শক্তিতে শক্তিমান হবেন।

তাঁর বৈশিষ্ট্য। তিনি হবেন নারীর বংশ। তাঁর মধ্যে ঈশ্বর প্রকাশিত হবেন। তিনি হবেন তাঁর প্রেম ও মুক্তির কাজে পূর্ণরূপে সঁপে দেওয়া একজন দুঃখভোগ-কারী দাস। তিনিই সেই মুক্তিদাতা, সিদ্ধ প্রেম-বলি, যাঁর মধ্যে সমস্ত পশু বলির চিহ্ন পূর্ণ হবে।

তাঁর বাধ্যতা এবং পুনরায় মহিমা অর্জন। তাঁকে ভালবাসার দ্বারা চালিত হয়ে নিজেকে অবনত করতে হবে এবং তাঁকে আবার বিজয়ী করা হবে ও স্বর্গীয় মহিমা দেওয়া হবে। তাঁকে আঘাত সহ্য করতে হবে নীরবে দুঃখভোগ করতে হবে। তাঁকে হতে হবে ঈশ্বরের মেষ-শাবক, মানুষকে পাপের শাস্তি থেকে উদ্ধার করবার জন্য যাকে সিদ্ধ-বলি রূপে উৎসর্গ করা হবে। ঈশ্বর অব্রাহামকে যে বলির মেষ-শাবক যুগিয়ে দিয়েছিলেন, তা যেমন তার ছেলেকে মুক্ত করে-ছিল, তেমনি এই সিদ্ধ-বলি, মশীহ হবেন সমগ্র মানব জাতির মুক্তির মূল্য স্বরূপ। তিনি হবেন মানুষের

কাছে প্রকাশিত ঈশ্বরের দয়া। তিনি নিরপরাধ হয়েও মিথ্যা অভিযোগে তাকে অপরাধীদের সাথে শাস্তি ভোগ করতে হবে। একজন বন্ধুই তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। তিনি সব কিছুর উপরেই বিজয়ী হবেন এবং তাঁর অনন্তকালীন আবাস স্বর্গে তাঁর পূর্ব গৌরব ফিরে পাবেন।

আমরা যে মহান ভাববাদীদের কথা শুনেছি, কেবল তাদের মাধ্যমেই মশীহ যীশুর বিষয়ে ভাববাণী বলা হয়নি, ঈশ্বর তাঁর অন্যান্য দাসদের মাধ্যমেও তাঁর সম্বন্ধে অনেক কিছু বলেছেন।

যেমন স্বর্গদূত যোষেফকে বলেছিলেন, "তার একটি ছেলে হবে। তুমি তাঁর নাম যীশু রাখবে, কারণ তিনি তাঁর লোকদের তাদের পাপ থেকে উদ্ধার করবেন।"

স্বর্গদূত কুমারী মরিয়মকে বলেছিলেন, "শোন, তুমি গর্ভবতী হবে আর তোমার একটি ছেলে হবে। তুমি তাঁর নাম যীশু রাখবে। তিনি মহান হবেন। তাঁকে মহান ঈশ্বরের পুত্র বলা হবে।"

মরিয়ম বলেছেন, তিনি আমাদের পূর্ব-পুরুষদের কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, সেই মতই তিনি তাঁর দাস ইস্রায়েলকে সাহায্য করেছেন। অব্রাহাম ও তার বংশের লোকদের উপরে চিরকাল দয়া করবার কথা তিনি মনে রেখেছেন।"

শিশু যীশুকে মন্দিরে আনা হলে, শিমিয়োন তাঁকে কোলে নিলেন। ঈশ্বর তাঁর অন্তরে যে সত্য প্রকাশ করেছেন, তা তিনি এইভাবে বলেছেন, "মানুষকে পাপ থেকে উদ্ধার করবার জন্য সমস্ত লোকদের চোখের সামনে ঈশ্বর যে ব্যবস্থা করেছেন, আমি তা দেখতে পেয়েছি।"

ঈশ্বরের পরিকল্পনা কত না বিস্ময়কর! তিনি অব্রাহাম, ইসহাক এবং যাকোবকে (ইস্রায়েল) আহ্বান করেছিলেন এবং এই বংশের মাধ্যমে সমগ্র মানব জাতিকে আশীর্বাদ করবার কথা দিয়েছিলেন। তারা ছিলেন ঈশ্বরের মনোনীত, কারণ ঈশ্বরের ভাববাণীর শিক্ষা অনুসরণ করলে আমরা দেখতে পাই যে, অব্রাহাম, ইসহাক এবং যাকোবের বংশের মাধ্যমেই মশীহ মানব জাতিকে পাপে ধ্বংস হওয়ার হাত থেকে মুক্ত করতে আসবেন। একটা বিষয় লক্ষ্য করা দরকার যে, মশীহ যীশু যে বংশে জন্ম নেবেন, সেই বংশের প্রধানদের নামের সাথে "যোষেফকে যীশুর বাবা বলে উল্লেখ করা হয়নি। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, মশীহ যীশু অলৌকিক্ পথে কুমারী মরিয়মের গর্ভে জন্ম নিয়েছিলেন। এই রহস্যময় জন্ম মানুষের থেকে হয়নি, তা ঈশ্বরেরই এক আশ্চর্য কাজ।

আমরা ভাববাদীদের কথা শুনেছি।

ভাববাণীগুলির পূর্ণতার সপক্ষে এত প্রমাণ আছে যে, সত্য জানতে আগ্রহী পণ্ডিত ও সাধারণ লোক সবাই এগুলির পূর্ণতা দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারে না। প্রকৃতপক্ষে ভাববাদীদের সমস্ত কথারই মূল বিষয় হচ্ছে মশীহ যীশু ও তাঁর কাজ। তাঁকে বাদ দিলে ভাববাদীদের অধিকাংশ কথাই অর্থহীন হয়ে পড়ে। একটা বিষয় অতি সুস্পষ্ট যে, অব্রাহাম, মোশি, দায়ূদ এবং যিশাইয়ের মত মহান ভাববাদীদের পক্ষে এমন সব বিষয়ের কথা বলাই সাজে, যা আমাদের জন্য সবচেয়ে দরকারী বলেই তারা জানতেন। ঈশ্বরের কোন এক ভাববাদী যদি বলেন যে, তিনি আমাদের জন্য সুখবর এনেছেন, তাহলে আমরা অবশ্যই তা গ্রহণ করতে ইতস্ততঃ করব না।

আপনার করণীয়

১। প্রতিটি **সত্য** উক্তির পাশে দাগ দিন।

ক) স্বয়ং ঈশ্বর একজন মুক্তিদাতার আগমন সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

খ) ঈশ্বরই দায়ূদকে গীতসংহিতার বাক্যগুলি দিয়েছিলেন, যার মধ্যে মশীহ যীশু ও তাঁর কাজ সম্পর্কে ইংগিত আছে।

গ) যিনি এসে ঈশ্বরের পরিত্রাণ পরিকল্পনা পূর্ণ করবেন, সেই কষ্টভোগকারী দাসের সম্বন্ধে অনেক বিষয় বলবার জন্য ঈশ্বর, যিশাইয় ভাববাদীকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

ঘ) ঈশ্বর কুমারী মরিয়ম, যোষেফ এবং শিমিয়োনের কাছে মশীহ যীশুর সম্বন্ধে সত্য প্রকাশ করেছিলেন।

তিনি ক্ষমতার সাথে কথা বলেছেন।

মশীহ যীশুর মধ্যে এক রহস্যময় পার্থক্য ছিল। তিনি দেখতে অন্যান্য লোকদের মতই ছিলেন। মানে তিনি শিশু রূপে জন্ম নিয়েছেন, বেড়ে উঠে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছেন, অন্যান্যদের মতই জীবন যাপন ও কাজকর্ম করেছেন। শারিরীক বিচারে তাঁর আগের অন্যান্য ভাববাদীদের সাথে তাঁর পার্থক্য ছিল না। কিন্তু তাঁর আত্মাই তাকে অতুলনীয় করে তুলেছিল। তাঁর আত্মা ঈশ্বর-সৃষ্ট মানুষের আত্মা ছিল না। ঈশ্বরই তাঁর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছেন। তিনি ছিলেন ঈশ্বরের বাক্য কিন্তু ঈশ্বরের অন্যান্য আত্ম-প্রকাশের মত একটা বইয়ের আকারে নয়, কিন্তু একজন মানুষ হিসাবে, যাঁকে দেখা যাবে,

ছোঁয়া যাবে, মানুষ যাঁর কাছে সাহায্যের জন্য যেতে পারবে। এঁরই শিক্ষা, নানা অলৌকিক্ কাজ এবং নম্রতার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেম প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর অন্তরের এই আত্মাই ঐশ্বরিক ক্ষমতার সাথে কথা বলেছেন।

মশীহ যীশু শিশু অবস্থা থেকে বেড়ে ওঠার পথে, মানুষের সাধারণ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই বেড়ে উঠেছেন, যাতে লোকেরা দেখতে পায় যে, তিনি তাদের প্রয়োজন ও দুর্বলতা বুঝেন। তারা তাঁর মধ্যে ঈশ্বরের প্রসারিত হাত ও ভালবাসাই দেখতে পেয়েছে।

যর্দন নদীর তীরে যোহনের দ্বারা প্রকাশ্যে ঘোষণা পাবার পর, মশীহ যীশু তাঁর শিক্ষাদান ও সত্য প্রচারের কাজ আরম্ভ করলেন। কিভাবে জীবন যাপন করলে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হবেন, তিনি তাই লোকদের শিক্ষা দিতেন। তিনি তাঁর আগের ভাববাদীদের মতই শিক্ষা দিতেন যে, ঈশ্বর পাপের শাস্তি দেবেন, কিন্তু পরিত্রাণের একটা উপায়ও করবেন; আর যারা তা গ্রহণ করবে, তারা সবাই রক্ষা পাবে। আসুন আমরা সংক্ষেপে যীশুর কয়েকটি শিক্ষা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করি। আমরা দেখতে পাব যে, তাঁর শিক্ষাগুলি ভাববাদীদের কাছ থেকে আমরা যা শুনেছি, তারই নিখুঁত পূর্ণতা।

ঈশ্বরের বাক্যের গুরুত্ব।

আমরা সবাই সাধারণতঃ যে ধরণের সমস্যায় পড়ে থাকি, যীশু তাঁর সেবা জীবনের শুরুতেও সেই রকম একটা সমস্যায় পড়েছিলেন ; শয়তান তাকে প্রলোভনের ফাঁদে ফেলতে চেয়েছিল। আমাদের কাছে একটা দৃষ্টান্ত হিসাবে তিনি ঈশ্বরের লিখিত বাক্যের ক্ষমতা দেখিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "পবিত্র শাস্ত্রে লেখা আছে, মানুষ শুধু রুটিতেই বাঁচেনা, কিন্তু ঈশ্বরের মুখের প্রত্যেকটি কথাতেই বাঁচে।"

যে খাদ্য দেহের ক্ষুধা দূর করে, তাকে আমাদের আকাংখিত জাগতিক বস্তুর চিহ্ন ধরা যায়। শয়তান আমাদের ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে নিয়ে যেতে চায় এবং আমাদের মনকে এই জীবনের বিষয়-সম্পত্তি বা জাগতিক ভোগ লালসার দিকে নিয়ে যেতে চায়। মশীহ যীশু ঈশ্বরের দেওয়া বাক্য গ্রহণ ও তা মেনে চলার দ্বারা বিশ্বস্ত থাকবার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছেন। সবচেয়ে বড় কথা হল, তিনি তাঁর পৃথিবীর সেবা জীবনের শুরুতেই একটি বাক্যের মধ্য দিয়ে এই বিষয়টির উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। এই বাক্যটি আমাদের সব সময় মনে রাখা উচিৎ, মানুষ শুধু রুটিতেই বাঁচে না, কিন্তু ঈশ্বরের মুখের প্রত্যেকটি কথাতেই বাঁচে।

যীশু পবিত্র শাস্ত্রের রহস্য প্রকাশ করে চলেছেন এবং তাঁর শিক্ষায় সে সবের উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর শিষ্যদের কাছে সেই সব শাস্ত্রাংশের কথা বলেছেন যেগুলি দেখায় যে, তাঁর নিজের জীবন ও কথার মধ্যে ভাববাণী পূর্ণ হয়েছে। মানুষকে জানানো হয়েছে যে তাঁর বাক্যের মধ্য দিয়েই ঈশ্বরের ইচ্ছা ও তাঁর ভালবাসা প্রকাশিত হয়েছে, আর এই বাক্যই হবেন জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের পথ প্রদর্শক।

ঈশ্বরের ন্যায় বিচার ও শাস্তি।

যীশু খুব পরিষ্কারভাবেই ঈশ্বরের ধার্মিকতা ও তাঁর পবিত্র ন্যায়-বিচার সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়েছেন। যারা পাপের অধীনে জীবন যাপন করে, তিনি কঠোর ভাষায় তাদের শাস্তি দেবার কথা বলেছেন। ঈশ্বর ধার্মিক ও ন্যায়বান। তাই যারা তাকে অগ্রাহ্য করে, তাদের অবশ্যই শাস্তি পেতে হবে। যারা তাদের পাপের জন্য অনুতপ্ত না হবে ও ঈশ্বরের ক্ষমা লাভ না করবে, অনন্ত নরকের আগুনে তাদের শাস্তি পেতে হবে। যীশু দায়ূদ ও যিশাইয়ের কথা উল্লেখ করে লোকদের সতর্ক করেছেন ও মনপরিবর্তন করে শাস্তি এড়াতে বলেছেন।

ঈশ্বরের ভালবাসা ও যত্ন।

যীশু শিক্ষা দিয়েছেন যে, ঈশ্বর একজন প্রেমময় পিতার মতই তাঁর প্রজাদের জন্য গভীরভাবে চিন্তা করেন

ও তাদের জীবনের সব ব্যাপারেই তিনি আগ্রহী। মানুষ হল তাঁর সেরা সৃষ্টি, তারা যখন তাঁর পরিকল্পনা মত জীবন যাপন করে, তখন তিনি অত্যন্ত আনন্দ লাভ করেন। যখন তারা তাঁকে অগ্রাহ্য করে ও তাঁর অবাধ্য হয়, তখন তিনি গভীর দুঃখ পান এবং তিনি চান যেন, তারা আবার তাঁর কাছে ফিরে আসে। যীশু বলেছেন যে, ঈশ্বর লোকদের চান। তিনি তাদের খোঁজ করেন, আহ্বান করেন এবং তাদের পরিত্রাণ দেন। যীশু তাঁর পৃথিবীর জীবনে এটা দেখিয়েছেন, তিনি পাপীদের এড়িয়ে চলেন নি। তিনি তাদের খোঁজ করেছেন। তিনি তাদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করেছেন, কথা বলেছেন এবং নানা পথে তাদের মধ্যে ঈশ্বরের ভালবাসা ও যত্ন দেখিয়েছেন।

পাপের শাস্তি এবং পুনর্মিলন।

বিভিন্ন উপদেশ, গল্প ও দৃষ্টান্তের মধ্যদিয়ে যীশু এই সত্যটি ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, পাপের অবশ্য শাস্তি হ'ল, ঈশ্বরের কাছ থেকে অনন্ত বিচ্ছেদ ও কষ্ট ভোগ। যেহেতু সব মানুষ পাপ করেছে, তাই সব মানুষেরই এই শাস্তি প্রাপ্য। কোন দয়া না করে যদি এই শাস্তি কার্যকরী করা হোত, তাহলে সব মানুষকেই অনন্ত মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হতে হোত। ঈশ্বর পশুবলি উৎসর্গের নিয়ম ঠিক করলেন, যেন এর দ্বারা দেখাতে পারেন, কিভাবে ভালবাসা ও ন্যায় বিচারের মিলন ঘটানো

যায়। এই দৃষ্টান্তে পাপ পশুটির উপর অর্পণ করা হয়। পাপী ব্যক্তির বদলে পশুটিকে বধ করা হয়, আর এই ভাবে পাপের ঋণ পরিশোধ হয় এবং ঈশ্বরের ভালবাসাই মানুষকে রক্ষা করে। যীশু নিজেকে সিদ্ধ বলিরূপে ভবিষ্যদ্বাণী করবার দ্বারা, এই বিষয়টির উপর তাঁর শিক্ষা সমাপ্ত করেছেন। তিনি জগতের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবেন। তিনি অনেকের বদলে নিজের প্রাণ মুক্তির মূল্য রূপে দান করবেন। এই রহস্য সম্বন্ধে তিনি তার শিষ্যদের যথেষ্ট খবর বলেছিলেন যেন তারা বুঝতে পারে তিনি কেন কষ্টভোগ করলেন এবং পরে অন্যদের এই পরিত্রাণের খবর দিয়ে শিক্ষা দিতে পারবে।

অন্তরের সত্যিকার উপাসনা।

আমরা যিশাইয় ভাববাদীর কথা স্মরণ করি, তিনি সদাপ্রভুর এই কথা বলেছিলেন, "এই লোকেরা মুখে আমার সম্মান করে বটে, কিন্তু তাদের অন্তর আমার কাছ থেকে দূরে রয়েছে। তাদের উপাসনা আসলে মানুষের আদেশ মুখস্থ করা মাত্র।"

মশীহ যীশু আবারও বলেছেন যে, উপাসনা অবশ্যই সরল ভাবে অন্তরের গভীর থেকে আসবে। তিনি লোক দেখানো ধর্মের বিষয়ে তাদের সাবধান করেছেন, তাতে সত্যিকার ঈশ্বর ভক্তি ও তাঁর প্রশংসা থাকে না। একবার তাকে বিশেষ বিশেষ উপাসনা স্থানের গুরুত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন

করা হয়েছিল। তিনি উত্তর করেছিলেন যে, উপাসনার স্থানটিই বড় বিষয় নয়। তিনি বলেছেন, 'ঈশ্বর আত্মা ; যারা তাঁর উপাসনা করে, আত্মায় ও সত্যে তাদের সেই উপাসনা করতে হবে।

মানুষের বিশ্বাস ও বাধ্যতা আবশ্যক।

ঈশ্বরের সিদ্ধ মেষ-শাবকের বলি সমগ্র মানব জাতিকে উদ্ধার করবার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু পাপের ক্ষমা কেবল তারাই পেতে পারে, যারা বিশ্বাসে গ্রহণ করে এবং সরল অন্তরে মেনে নেয় যে, ঐ বলি তাদেরই জন্য। মানুষ নিজে পছন্দ করেই পাপে পড়েছিল আবার পছন্দ করেই সে পাপ থেকে উদ্ধার পেতে পারে। ঈশ্বর মানুষকে আমন্ত্রণ জানান, যেমন যিশাইয় ভাববাদীর কাছ থেকে আমরা শুনেছি, "আমার কাছে এসো, আমার কথা শোন।" তিনি মানুষের উপর জোর খাটান না। তিনি অনিশ্চিত-ভাবে তাদের গ্রহণ ও ফিরিয়ে দেন না। যে কোন লোকই ঈশ্বরের ভালবাসা ও দয়া পেতে পারে। এজন্য দরকার বিশ্বাস ও বাধ্যতা। যীশু বলেছেন, "তোমরা যদি বিশ্বাস করে প্রার্থনা কর, তবে তোমরা যা চাইবে তা-ই পাবে।"

এই উদাহরণগুলি থেকে আমরা দেখতে পাই যে, যীশুর শিক্ষাগুলি ছিল সমস্ত ভাববাদীরা যা শিক্ষা দিয়েছেন, তারই সার, উপসংহার এবং পূর্ণতা। যারা তাঁর কথা শুনেছে, তারাই বুঝতে পেরেছে তিনি কি ক্ষমতায়

কথা বলেন। মশীহ যীশুর ক্ষমতা ছিল ঈশ্বরেরই ক্ষমতা, কারণ তিনি বলেছেন, "আমি মোশির আইন-কানুন ও নবীদের লেখা পূর্ণ করতে এসেছি।

আপনার করণীয়

২। নীচে যীশুর যে শিক্ষাগুলির কথা উল্লেখ করা হয়েছে ও ভাববাদীদের সম্বন্ধে আপনি যা পড়েছেন তা থেকে তাদের প্রতিটির জন্য একটা করে দৃষ্টান্ত লিখুন। যেমন, যীশু ঈশ্বরের বাক্যের প্রয়োজনীয়তার বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন। ভাববাদীদের মধ্য থেকে এর একটা দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঃ মোশি ঈশ্বরের নিজের হাতে লেখা আদেশ পেয়েছিলেন। প্রতিটি শিক্ষার জন্যই আপনার কয়েকটি দৃষ্টান্তের কথা মনে পড়তে পারে।

ক) ঈশ্বরের বাক্যের প্রয়োজনীয়তা.....
.....
.....

খ) ঈশ্বরের ন্যায় বিচার ও শাস্তি.....
.....
.....

গ) ঈশ্বরের ভালবাসা ও যত্ন .....
.....
.....

ঘ) পাপের দণ্ড ও প্রায়শ্চিত্ত.....
.....
.....

ঙ) অন্তরের সত্যিকার উপাসনা .....
.....
.....

চ) মানুষের বিশ্বাস ও বাধ্যতা আবশ্যক.....
.....
.....

তিনিই পথ এবং সত্য।

যারা সব চেয়ে ঘনিষ্টভাবে যীশুকে অনুসরণ করেছে, তারা একেবারে শুরু থেকেই অনুভব করেছে যে, তিনিই সেই প্রতিশ্রুত মশীহ, যাঁর মধ্যে অবস্থান করে ঈশ্বর এই পৃথিবীতে তাঁর উদ্দেশ্য সাধন করবেন। বুদ্ধি খুলে গেলে, অন্যেরাও পরে এই সত্য বুঝতে পেরেছিল। তারা যীশুর জীবনের সব ব্যাপারেই ভাববাণী পূর্ণ হতে দেখেছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ যর্দন নদীতে স্বর্গীয় রব ও বাপ্তাইজকারী যোহনের ঘোষণা শুনেছিল। তারা

তাঁর আশ্চর্য শিক্ষাগুলি মনদিয়ে শুনেছে, তাঁকে বড় বড় অলৌকিক্ কাজ করতে দেখেছে। যে খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর জগৎকে নিজের সাথে যুক্ত করছিলেন, তাঁরই মাধ্যমে তারা নিজেদের অন্তরে ঈশ্বরের উপস্থিতি ও ভালবাসা অনুভব করেছিল।

কিন্তু যীশুর এই শিষ্যরা আমাদেরই মত মানুষ ছিলেন। তাদের মনেও নানা প্রশ্ন ছিল। যীশু বলেছেন, যে মানুষকে পাপের দাসত্ব থেকে উদ্ধার করবার জন্য তিনি দুঃখভোগ ও মৃত্যু বরণ করলেন। এ বিষয়টা বুঝা খুব কঠিন। যীশুর মাধ্যমে ঈশ্বর কিভাবে মানুষকে উদ্ধার করতে পারেন। ঈশ্বর দুঃখভোগ, অপমান ও মৃত্যু ঘটতে দেবেন কেন? সমগ্র মানব জাতির সব পাপের দণ্ড কিভাবে একবারে চিরদিনের জন্য শোধ করা সম্ভব?

যীশু প্রচার, শিক্ষাদান, আশ্চর্যকাজ এবং ভাববাদীদের লেখা উল্লেখ করে ক্রমে ক্রমে শিষ্যদের কাছে তাঁর আসল রূপ প্রকাশ করতে লাগলেন। তিনি বলেছেন, "ঈশ্বর সব সময় কাজ করছেন, আর আমিও করছি।" মানে, এক বিশেষ কাজ সাধন করবার উদ্দেশ্যে ঈশ্বর তাঁর মধ্যে বাস করছিলেন। যীশু সম্পূর্ণ নিষ্পাপ জীবন যাপন দ্বারা ঈশ্বরের ব্যবস্থার সব কিছুই পূর্ণরূপে পালন করেছেন। পবিত্র, বাধ্য এবং ঈশ্বরের ইচ্ছার সম্পূর্ণ বশীভূত হওয়ায় তাঁর নিজের মধ্যে কোনই পাপ ছিল না, যা ঢাকবার প্রয়োজন হতে পারে। ধার্মিক

জীবন-যাপনের সমস্ত শর্তই তিনি পূর্ণ করেছেন। সম্পূর্ণ নিষ্পাপ ব্যক্তি হিসাবে তিনি মানুষের পাপের জন্য এক সিদ্ধ বলি, ঈশ্বরের মেষ-শাবক হিসাবে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। এই-ই ছিল যিশাইয় ভাববাদীর দ্বারা প্রতিজ্ঞা করা মানুষের উদ্ধার সাধনের কাজ। ঈশ্বর মশীহ যীশুর মধ্যে থেকে মানুষকে নিজের সাথে যুক্ত করছিলেন। যীশু ব্যাখ্যা করেছেন যে, তাঁকে মৃত্যু ভোগ করতে হবে এবং পরিত্রাণ পরিকল্পনা পূর্ণ করবার জন্য তিনি আবার মৃত্যুকে জয় করে জীবিত হবেন।

তিনি বলেছেন, "আমার উপর বিশ্বাস রাখ, আমিই পথ, সত্য ও জীবন।"

তাঁর জীবনের ঘটনাবলী থেকে তাঁর কথা আরও পরিষ্কার ভাবে বুঝা গেল। প্রধান ধর্মীয় নেতারা মশীহ যীশুর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনলো এবং তাঁকে ক্রুশে দিয়ে মারবার ব্যবস্থা করল। মশীহ যীশুর রহস্য যা ছিল, তা ঈশ্বরের দয়ারই প্রকাশ এবং তা এই নেতাদের অহংকারী ও বিদ্রোহী হৃদয় মেনে নিতে চায়নি। তারা তাঁকে একজন সাধারণ লোক বলে ধরে নিয়েছে এবং তাই মানব জাতির উদ্ধারকর্তা বলে দাবী করায়, তারা তাঁকে ঈশ্বর নিন্দা করার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে।

আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে, ধর্মীয় নেতারা কেবল বাইরের, জাগতিক আকৃতি-প্রকৃতি ও অবস্থা নিয়ে চিন্তা করত। আত্মার অবস্থা পরিবর্তনের বিষয়টি তাদের

কাছে বোকামী বলে মনে হয়েছে, আর তা করবার সময় তাদের ছিল না। আসলে তাদের মন তাদের নিজেদের তৈরী প্রথা ও ধর্মীয় বিধি নিষেধের শিকলে আবদ্ধ ছিল। তাই এই মশীহ, যিনি তাদের ভণ্ডামী তুলে ধরেছেন, তাঁকে তারা চিরতরে ধ্বংস করতে স্থির করল।

অবশ্য যীশু তাঁর অলৌকিক্ ক্ষমতা বলে রক্ষা পেতে পারতেন, কিন্তু তিনি নিজের ইচ্ছায় ঈশ্বরের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন। তিনি তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই তা করেছিলেন, আর প্রতিটি ঘটনাই ঈশ্বরের উদ্ধার পরিকল্পনা আনুযায়ী ঘটেছিল। ভাববাদীদের কথা মতই বলির মেষশাবক যেমন নীরবে বলি হয়ে যায়, তিনিও ঠিক সেই ভাবে গিয়েছেন।

যারা সরকারের পক্ষে জল্লাদের কাজ করত, তারা মশীহ যীশুকে ক্রুশে দিয়ে বধ করল, কারণ তখনকার দিনে অপরাধীকে এই ভাবেই হত্যা করবার নিয়ম ছিল। দুইজন দস্যুকে তাঁর দুই পাশে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল' আর তাতে এই ভাববাণী পূর্ণ হয়েছে যে, তিনি নিরপরাধ হয়েও অপরাধীদের মধ্যে মৃত্যু বরণ করবেন। দস্যুদের মধ্যে একজন মনপরিবর্তন করে ক্ষমা ভিক্ষা চেয়েছিল। মশীহ যীশু নিজে কষ্ট ভোগ করা সত্ত্বেও সেই অনুতপ্ত দস্যুটিকে তিনি শান্তির বাণী শুনিয়েছিলেন। তাছাড়া তিনি তাকে ক্ষমা ও ভালবাসার কথাও বলেছিলেন। তারা আত্ম-বলিদান এবং এর সাথে অন্যান্য যেসব অলৌকিক্

চিহ্ন সাধিত হয়েছিল, তা প্রতিটি ভাববাণীকেই পূর্ণ করেছিল। একজন ধনী লোক তার দেহ চেয়ে নিয়েছিল এবং একটা পাথরের কবরে তা রেখেছিল। বড় বড় সরকারী কর্মচারীরা এসে কবরটি ভালভাবে বন্ধ করে দিয়েছিল।

সিদ্ধ বলি-রূপে মশীহ যীশু তাঁর প্রাণ উৎসর্গ করবার পর তৃতীয় দিন সকালে তিনি যেমন বলেছিলেন, ঠিক সেই ভাবে তাঁর দেহ মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠেছিল। ধর্মীয় নেতারা ভেবেছিল, তারা যীশুকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছে। কিন্তু ঈশ্বর তাদের চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দিয়েছেন। মশীহ যীশু যদিও বলি-রূপে উৎসর্গীকৃত হয়েছিলেন, তবুও বিজয়ীরূপে তিনি আবার জীবিত হয়ে উঠেছেন এবং চিরদিন বিজয়ীরূপে থাকবেন। তাঁর দেহের মৃত্যু ছিল নিজেকে অবনত করা হেতু ঈশ্বরের আত্মার কষ্টভোগ, কারণ তাঁর শ্রেষ্ঠ-সৃষ্টি মানবজাতি, যাকে তিনি গভীরভাবে ভালবেসেছেন, তাঁর মুক্তির জন্য এই বলি উৎসর্গ করা হয়েছিল। এখন উদ্ধার কাজ সম্পূর্ণ হল। মহান সিদ্ধবলি উৎসর্গীকৃত হয়েছেন। এমন এক অলৌকিক্ কাজ সম্পন্ন হয়েছে, যা চিরদিনের জন্য মানব জাতির অবস্থা পাল্টে দিয়েছে।

শূন্য-কবর আবিষ্কৃত হওয়ার পরে মশীহ যীশুর কয়েক জন শিষ্য, পুনরুত্থিত দেহে যীশুর দেখা পেয়েছিল। তিনি তাদের সঙ্গে পথ চলেছেন এবং ভাববাদীদের বিষয় আলোচনা করেছেন। "ভাববাদীরা যে সব কথা

বলেছেন, তা বিশ্বাস করতে উদাসীন হইয়ো না,"—তিনি বলেছেন, "এইভাবে দুঃখ ভোগ করে আপন মহিমা লাভ করা মশীহ যীশুর আবশ্যক ছিল।" এর পর মোশি থেকে আরম্ভ করে সমস্ত ভাববাদীরা তাঁর সম্বন্ধে যা কিছু বলেছেন, তা ব্যাখ্যা করে বললেন।

যে লোকেরা তাঁর কথা শুনেছিল, তারা অন্তরে একটা সত্য অনুভব করতে পেরেছিল। তারা আরও পরিষ্কার-ভাবে বুঝতে পেরেছিল যে, ভাববাদীরা ঈশ্বরের যে উদ্ধার পরিকল্পনার কথা বলেছেন, মশীহ যীশুর কষ্টভোগ ও পুনরুত্থান ছিল আসলে তারই পূর্ণতা। তারা তাদের এই নূতন আবিষ্কার সম্বন্ধে এতই উত্তেজিত হয়েছিল যে, তাদের বন্ধু-বান্ধবদের বলবার জন্য তারা তক্ষুণি শহরে রওনা হল। তারা চিৎকার করে বলতে লাগল, "মশীহ সত্য সত্যই মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত হয়ে উঠেছেন।"

এর পরে মশীহ, যীশু আরও কয়েকজনকে দেখা দিয়েছিলেন। তিনি তাদের তাঁর পুনরুত্থিত দেহ দেখিয়ে-ছিলেন এবং বলেছিলেন, "মোশির ব্যবস্থায়, ভাববাদীদের পুস্তকে এবং পবিত্র শাস্ত্রে আমার বিষয়ে যা কিছু লেখা আছে, সবই পূর্ণ হবে। তারপর তিনি তাদের অন্তর খুলে দিলেন যেন, তারা শাস্ত্র বুঝতে পারে। তিনি তাদের বললেন, যেন তারা গিয়ে সব মানুষের কাছে মন পরিবর্তন, ক্ষমা এবং পাপ থেকে উদ্ধারের খবর প্রচার করে—মুক্তি-

দাতা ঈশ্বরই এসবের বন্দোবস্ত করেছেন এবং মশীহ, যীশুর মধ্যে তা প্রকাশিত হয়েছে। এই-ই হচ্ছে সু-সমাচার বা খ্রীষ্টের সুখবর যা সমস্ত জগতে প্রচার করতে হবে।

মশীহ, যীশুকে স্বর্গে তুলে নেওয়া হয়েছে, সেখানে তিনি জীবিত আছেন। তাঁর শিষ্যরা সাহস ও আনন্দে পূর্ণ হয়েছিল। তারা তাদের প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন। মশীহ, যীশু ও তাঁর কাজ বাস্তবিকই সমস্ত ভাববাণীর পূর্ণতা।

আপনার করণীয়

নীচের বাক্যগুলি পূর্ণ করুন।

৩। মশীহ, যীশু বলেছেন, "আমার উপর বিশ্বাস রাখ, আমিই..... ।"

৪। যীশুই যে মশীহ এ বিষয়ে তাঁর নিবেদিত প্রাণ শিষ্যরা কখনও সন্দেহ করেনি। কারণ—

ক) .....

খ) .....

গ) .....

ঘ) .....

৫। কয়েকটি প্রশ্ন উঠেছিল যখন যীশু বলেছিলেন যে .....

৬। যীশু প্রায়ই..... .....উল্লেখ করে লোকদের প্রশ্নের উত্তর দিতেন।

৭। যীশুর শেষের কাজগুলির একটা ছিল, তাঁর শিষ্য-দের খুলে দেওয়া, যাতে তারা..... ....

নিজের অন্তরে উত্তর খুঁজুন ঃ ঈশ্বরের বাক্য আরও ভাল ভাবে বুঝবার জন্য আপনার অন্তর খুলে দেওয়া হোক, তা কি আপনি চান? মোশির ব্যবস্থা, ভাববাদীদের লেখা এবং সুসমাচার পাঠ করুন। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন, যেন তিনি আপনার হৃদয় মন খুলে দেন।

সত্য গ্রহণ করাটা একটা ব্যক্তিগত কাজ।

অনন্ত কালের নিমিত্ত, হে সদাপ্রভু,
তোমার বাক্য স্বর্গে সংস্থাপিত।

সদাপ্রভু, আমার কাকুতি তোমার নিকটে
উপস্থিত হউক।

তোমার বাক্যানুসারে আমাকে বুদ্ধি দাও।

দায়ূদের মত আমরাও ঈশ্বরের বাক্য এবং আমাদের জন্য তাঁর পরিকল্পনা আরও ভালভাবে বুঝবার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে পারি। কিন্তু ভাববাদীদের কাছ থেকে আমরা শুনেছি যে, মানুষের বুদ্ধি কখনোই নিখুঁত নয়। মশীহ, যীশুর মাধ্যমে ঈশ্বরের উদ্ধার পরিকল্পনার সব দিক বুঝা আমাদের মানুষের বুদ্ধি দিয়ে কখনোই সম্ভব নয়। তাঁর ভালবাসা ও তাঁর আত্ম-বলিদানের গভীরে একটা রহস্য থেকেই যায়। বিশ্বাসই হবে ঈশ্বরের সাথে আমাদের সম্পর্কের ভিত্তি। আমরা অবশ্যই বিশ্বাসে তাঁকে গ্রহণ করব।

যেহেতু আমরা ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট এবং আমাদের উদ্দেশ্য হল, যেন আমরা তাঁকে আনন্দ দিতে ও তাঁর গৌরব করতে পারি, তাই তিনি আমাদের একটা বিশেষ গুণ দিয়েছেন যাকে যিশাইয় বলেছেন, "**তৃষ্ণা**"। তিনি কি বলেছিলেন স্মরণ করুন, "তৃষ্ণার্ত লোক সকল আমার কাছে এসো, তোমরা জলের কাছে এসো।" ঈশ্বরকে আমাদের অত্যন্ত গভীর ভাবে প্রয়োজন। তাঁর সাথে যখন আমাদের সঠিক সম্পর্ক থাকেনা, তখন আমরা দুঃখ-কষ্ট ও অনিশ্চয়তা বোধ করি। অন্তরের **তৃষ্ণা** আমাদের ঈশ্বরের খোঁজ করতে বলে। যেহেতু ঈশ্বর আমাদের মধ্যে এই **তৃষ্ণা** দিয়েছেন এবং তাঁর কাছে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, তাই তিনি আমাদের ফিরিয়ে দেবেন না। তিনি আমাদের যে জ্ঞান দিতে চান,

তা বুঝতে তিনি আমাদের সাহায্যও করবেন। তার চেয়েও বড় কথা, তিনি আমাদের তাঁকে বিশ্বাস করতে ও তাঁর উপর নির্ভর করতে শেখাবেন। সমগ্র মানব জাতির কাছে প্রকাশিত তাঁর দয়া গ্রহণ করবার জন্য প্রয়োজনীয় বিশ্বাসও তিনি আমাদের দেবেন।

যে কেউ ঈশ্বরের দয়া গ্রহণ করে সে বলতে পারে, "তিনি আমার পাপ বহন করেছেন। তিনি আমার জন্য দুঃখ ভোগ করেছেন। তাঁর আত্ম-বলিদানের ফলেই আমি জীবন লাভ করতে পারি। আমার একমাত্র প্রয়োজন এই সত্য গ্রহণ করে সেই অনুযায়ী জীবন যাপন করা।"

আরও একটা সুন্দর সত্য আছে যা পৃথিবীর কোন ভাষাই পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করতে পারে না। সত্যটি এই ঃ মশীহ যীশু শুধু যে আমাদের বদলে মরেছেন তা নয়। নরকের আগুন এবং আমাদের অপমান ও যন্ত্রণার হাত থেকে উদ্ধার করবার জন্যই তিনি আমাদের বদলে কষ্ট ভোগ করেন নি। পাপের ফলে যে বিচ্ছেদ এসেছে, নিষ্পাপ যীশু তাঁর সার্থক বলির মাধ্যমে তা দূর করবার জন্য আমাদের পক্ষে একজন উকীল বা মধ্যস্থরূপেও কাজ করেছেন। ঈশ্বরের সাথে আমাদের সহভাগিতার সম্পর্ক ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি নিজেকে বলি দিয়েছেন। তিনি অপরাধের হাত থেকে আমাদের মুক্তি দিয়েছেন এবং সেই সাথে চিরকাল আনন্দ ও সহভাগিতায় তাঁর সাথে ও তাঁর জন্য জীবন যাপনের ক্ষমতাও দিয়েছেন।

আপনি যখনই পাপ থেকে মুক্তি লাভের জন্য ঈশ্বরের দেওয়া উপায়টিতে বিশ্বাস করেন ও তা গ্রহণ করেন, তখন আপনি পাপের দণ্ড থেকে মুক্ত হন, কারণ মশীহ যীশুই আপনার বদলে সেই শাস্তি ভোগ করেছেন। আপনি আর অপরাধী নন, কারণ পাপের দেনা পরিশোধ হয়ে গেছে। আপনি এক নূতন ব্যক্তি, আপনি আবারও ঈশ্বরের সাথে সহভাগিতায় আবদ্ধ হয়েছেন। এখন আপনার আত্মা এবং ঈশ্বরের আত্মার মধ্যে যোগাযোগ ও সহভাগিতা স্থাপিত হয়েছে।

আপনি আজ যদি আপনার অন্তরে এক অনিশ্চিত অস্থিরতা অনুভব করেন, তবে একে অবহেলা করবেন না। এ হল ঈশ্বরের জন্য সেই **তৃষ্ণা**, ভাববাদী যার কথা বলেছেন। দায়ূদের কথাগুলি দিয়ে ঈশ্বরের কাছে কেঁদে কেঁদে বলুন ঃ

হে ঈশ্বর আমা হইতে দূরে থাকিও না
তোমার দয়া ও করুণার বাহুল্য অনুসারে আমার
প্রতি কৃপা কর।

কেননা আমি নিজে আমার অধর্ম সকল জানি।
তোমার বিরুদ্ধে কেবল তোমারই বিরুদ্ধে
আমি পাপ করিয়াছি।

আমার অপরাধ হইতে আমাকে নিঃশেষে ধৌত কর,
আমার পাপ হইতে আমাকে শুচি কর।

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন যেন তিনি আপনার চোখ খুলে দেন যাতে আপনি তাঁর প্রকাশ দেখতে পান; আপনার মন খুলে দেন যাতে আপনি তাঁর প্রকাশ উপলব্ধি করতে পারেন; এবং আপনার হৃদয় খুলে দেন যাতে তাঁর প্রকাশ গ্রহণ করতে পারেন।

ঈশ্বরকে অনুরোধ করুন, যেন তিনি মশীহ যীশুর আত্ম বলিদান এবং তাঁর গৌরবময় পুনরুত্থানের সত্য আপনাকে ব্যক্তিগত ভাবে জানান। অনুরোধ করুন যেন, তাঁর নিখুঁত পরিত্রাণ গ্রহণ করবার মত বিশ্বাস তিনি আপনাকে দেন। আপনার সমস্ত হৃদয় দিয়ে মশীহ যীশুর এই কথাগুলি আবারও শুনুন: "আমার উপর বিশ্বাস রাখ। আমিই পথ সত্য ও জীবন।"

আজ মশীহ যীশুই
আপনার কাছে ঈশ্বরের
দয়া প্রকাশ করেছেন।

উত্তরমালা

৭। শাস্ত্র বুঝতে পারে।

১। সবগুলিই সত্য।

৬। ভাববাদীদের লেখা থেকে।

২। আপনার উত্তর। কয়েকটি উত্তরের উদাহরণ ঃ—

ক) মোশি শিক্ষা দিয়েছেন যে, ঈশ্বরের বাক্য পালন করা ধর্মানুষ্ঠানের চেয়েও বেশী দরকারী।

খ) নোহকে জল-প্লাবনের জন্য প্রস্তুত হতে বলা হয়েছিল।

গ) ঈশ্বর দায়ূদকে বলেছিলেন যে, মন পরিবর্তন করেছে বলে সে মরবে না।

ঘ) মোশি মেষশাবকের রক্ত তাদের ঘরের দরজায় লাগিয়ে রাখতে বলেছিলেন।

ঙ) দায়ূদ বলেছেন, "ঈশ্বরের গ্রাহ্য বলি ভগ্ন আত্মা, তিনি ভগ্ন ও চূর্ণ অন্তঃকরণ তুচ্ছ করেন না।"

চ) অব্রাহাম ঈশ্বরের বাধ্য হয়ে তার ছেলেকে বলি দিতে ইচ্ছুক ছিলেন।

৫। মানুষকে পাপ থেকে উদ্ধারের জন্য তিনি দুঃখ ভোগ ও মৃত্যু বরণ করবেন।

৩। পথ, সত্য ও জীবন।

৪। ক) ভাববাণী পূর্ণ হয়েছিল।

খ) তাদের কেউ কেউ যীশুকে বাপ্তাইজিত হতে দেখেছিল।

গ) তারা তাঁর শিক্ষা শুনেছিল।

ঘ) তারা তাঁর অলৌকিক্ কাজ দেখেছিল।

আপনি হয়তো ভিন্ন কথায় এই উত্তর গুলিই লিখেছেন। আর একটা সঠিক উত্তর হল ঃ তারা তাদের অন্তরে ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুভব করেছিল।

পরীক্ষা—৮

আপনি যখন এই পরীক্ষা নেবেন, তখন দয়া করে আপনার **ছাত্র রিপোর্ট-উত্তর পত্র** নিন এবং এর ১০ নং পৃষ্ঠায় বাছাই ও সত্য-মিথ্যা প্রশ্নের উত্তরগুলি চিহ্নিত করুন।

সাধারণ প্রশ্নাবলী

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর চিহ্নিত করুন।

উত্তর **হ্যাঁ** হলে (ক) গোলকটি কালো করে ফেলুন।
উত্তর **না** হলে (খ) গোলকটি কালো করে ফেলুন।

১। অষ্টম পাঠ কি আপনি ভাল করে পড়েছেন ?

২। আপনি কি এই পাঠের "আপনার করণীয়" অংশগুলি সব করেছেন ?

৩। "আপনার করণীয়" অংশগুলির জন্য আপনি যে উত্তর লিখেছেন, পাঠের শেষে দেওয়া উত্তর-মালার সাথে কি তা মিলিয়ে দেখেছেন ?

৪। পাঠের প্রথমে যে লক্ষ্যগুলি দেওয়া হয়েছে, সেগুলি যে আপনি করতে পারেন, সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছেন কি ?

৫। এই পরীক্ষা নেওয়ার আগে আপনি পাঠখানি আর একবার দেখে নিয়েছেন তো ?

বাছাই প্রশ্ন

৬। যীশুর জন্মে ভাববাণী পূর্ণ হয়েছিল ঃ—

ক) যখন যিহূদা দেশের পর্বত মালার উপরে এক-জন স্বর্গ দূত ঈশ্বরের প্রশংসা করেছিলেন।

খ) যখন একজন স্বর্গদূত ত্রাণকর্তার জন্ম-সংবাদ ঘোষণা করেছিলেন।

গ) তাঁর জন্ম স্থান নাসারত সম্পর্কে।

৭। বলি উৎসর্গের চিহ্নের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর অব্রাহামের ছেলের মুক্তির জন্য একটি মূল্যের বন্দোবস্ত করে-ছিলেন। আর আমরা দেখি যে মশীহকেও দেওয়া হয়েছিল ঃ—

ক) সমগ্র মানব জাতির মুক্তির মূল্য রূপে।

খ) এখনও বলি উৎসর্গের প্রয়োজন আছে এটা দেখানোর জন্য।

গ) তখনকার দিনের মনোনীতদের মুক্তির মূল্য রূপে।

৮। নির্দোষ, বাধ্য এবং নিষ্পাপ মশীহ দুঃখ-ভোগ কষ্ট ও অপমান সহ্য করবার দ্বারা ঈশ্বরের ঃ—

ক) চরম ভালবাসা প্রকাশ করেছেন যা পাপ ও ব্যর্থতাকে উপেক্ষা করেছে।

১৭। নিজে পছন্দ করেই মানুষ পাপে পড়ে, আর……
……সে পাপ থেকে উদ্ধার পেতে পারে।

১৮। যীশু তাঁর পুনরুত্থানের পরে মোশি থেকে শুরু করে সমস্ত ভাববাদীরা……সম্বন্ধে যা কিছু বলেছেন, তা তাঁর শিষ্যদের কাছে ব্যাখ্যা করেছেন।

১৯। আমরা কখনও-ই পূর্ণ রূপে ঈশ্বরের ভালবাসা ও তাঁর আত্ম বলিদানের স্বরূপ বুঝতে না পারলেও তাঁর সাথে আমাদের সম্পর্কে ভিত্তি হবে বিশ্বাস ; আমরা অবশ্যই তাঁকে…… ……গ্রহণ করব।

২০। যীশু আমাদের বদলে দুঃখ ভোগ করবার দ্বারা কেবল অপমান ও নরকের আগুন থেকেই আমাদের মুক্ত করেন নি, তিনি ঈশ্বরের সাথে আমাদের ……ফিরিয়ে দিয়েছেন।

—ঃ সমাপ্ত ঃ—

E0500BN90